বিএলআরআই নিউজলেটার

BLRI Newsletter - a free updates on livestock research and production, Volume 12, Issue 04, 2021

মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে বিএলআরআই-এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালকের সাক্ষাৎ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি মহোদয়ের সাথে গত ১৮/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে আলোচনাকালে মন্ত্রী মহোদয় বিএলআরআই-এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেনকে বিভিন্ন বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। মন্ত্রী মহোদয় নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মহোদয়কে শুভেচ্ছা জানান এবং মহাপরিচালক মহোদয় মন্ত্রী মহোদয়ের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর বিএলআরআই পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি বলেছেন, দেশকে নিজের মায়ের মত দেখতে হবে, ভালোবাসতে হবে। একই সাথে নিজের বাবা-মার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য আন্তরিকতার সাথে পালন করতে হবে। ছোট জীবনে যতটুকু কাজ করা যায়, ত্রুটি যত কম করা যায়, অন্যায়-অবিচার-পাপাচার যত কম করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। আত্ম সমালোচনা করতে হবে, আত্ম উপলব্ধি করতে হবে, আত্ম উপলব্ধির পরে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতে হবে তিনি যেন আমাদের সকল অন্যায় ক্ষমা করেন। মিথ্যাচার পরিহার করতে হবে, মিথ্যাচার পরিহার করলে আমরা নিজেদের অন্যান্য সকল খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে পারবো।

গত ২০/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক আয়োজিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব রওনক মাহমুদের বিদায়ী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সমবেত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে এবং ইনস্টিটিউটে নব্য নিয়োগপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণের উদ্দেশ্যে তিনি এ কথা বলেন। সচিব জনাব রওনক মাহমুদ গত ২৫/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখে তাঁর কর্মজীবন শেষ করে অবসরে যান মাননীয় মন্ত্রী সচিবের সাধারণ জীবন যাপনের প্রশংসা করেন এবং তাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। এসময় তিনি বলেন, সচিবের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। সব সময় যৌথ পরিবারের মত কাজ করেছি, যেকোন নীতিগত সিদ্ধান্ত সমন্বিতভাবে গ্রহণ করেছি। তাঁর দক্ষতা, সততা ও নিবেদন, আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, সর্বোপরি নির্ভরযোগ্যতার কারণে কখনও মন্ত্রণালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়নি, কোন প্রতিকূলতা বা সমন্বয়হীনতার সৃষ্টি হয়নি। একই সাথে তিনি বিদায়ী সচিব এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন এবং সচিবের প্রতি ভবিষ্যতেও সকল প্রকার সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে মন্ত্রণালয়ের সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

এর আগে বক্তব্য প্রদানের পূর্বে তিনি বিদায়ী সচিব জনাব রওনক মাহমুদকে বিএলআরআই-এর পক্ষ হতে বিদায়ী স্মারক তুলে দেন।

সচিব জনাব রওনক মাহমুদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, আমি সব সময় চেয়েছি রাষ্ট্র এবং সরকারের যেন ক্ষতি না হয়, সরকার যাতে সমালোচিত বা বিতর্কিত না হয়, সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যেন বাস্তবায়িত হয় তেমনভাবে কাজ করতে। মন্ত্রণালয়ে যুক্ত হবার পরে যেভাবে মন্ত্রণালয়ের সকলে আমাকে গ্রহণ করেছেন তাতে আমি আপ্লুত হয়েছি, আমার কাজের গতি ও স্পৃহা বেড়েছে। আমি চেয়েছি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান কাজের গতিকে আরও বাড়াতে, গণমুখী ও জনবান্ধব করে তুলতে এবং সর্বোপরি এই খাতকে একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে তুলে ধরতে। মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী যেভাবে আমাকে সমর্থন-সহযোগিতা করেছেন তা অবিশ্বাস্য এসময় তিনি করোনাকালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, সম্পূর্ণ স্বপ্রণোদিত হয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় করোনা মোকাবেলায় এগিয়ে এসেছে। ক্ষুদ্র খামারীদের থেকে উৎপন্ন পণ্য সংগ্রহ করে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের কাজ করে গেছে, দায়িত্বের পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে নিয়ে করোনা প্রতিরোধে কাজ করে গেছে উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, কর্মের মধ্য দিয়েও যে ভালোবাসা তৈরি করা সম্ভব, তার নিদর্শন আজকের এই আয়োজন। অনুষ্ঠানের প্রতি মন্ত্রী মহোদয়ের সার্বক্ষণিক তদারকি প্রমাণ করে তিনি কতটা উদার মনের, বড় মনের অধিকারী। মন্ত্রী মহোদয়ের দিক-নির্দেশনা ও সচিব মহোদয়ের বাস্তবায়ন দক্ষতায় বিএলআরআই-এ যে অগ্রযাত্রার সূচনা হয়েছে, তা বিএলআরআই কখনো ভুলে যাবে না বিএলআরআই-এর প্রতি সচিব মহোদয়ের অবদান স্বীকার করে তিনি আরও বলেন, এই বিদায় কেবল প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিদায়। বিএলআরআই সর্বদা সচিব মহোদয়ের সঙ্গে থাকবে, যতদিন বিএলআরআই আছে ততদিন সম্পর্ক অক্ষুন্ন থাকবে এর আগে সকাল ৯.৩০ ঘটিকার সময় বিএলআরআই-এ নবযোগদানকৃত বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাদের "পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ" শীর্ষক দু'সপ্তাহব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন সচিব জনাব রওনক মাহমুদ। এর পর বেলা ১২.০০ টায় পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত এবং পবিত্র গীতা হতে পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন

ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বিএলআরআই-এর বিভিন্ন স্তরের সাবেক ও বর্তমান বিজ্ঞানীবৃন্দ।

সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী-র বিএলআরআই পরিদর্শন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী গত ২২/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) পরিদর্শন করেন এবং ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সাথে এক মত বিনিময় সভায় অংশ নেন এসময় তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২) জনাব এস এম ফেরদৌস আলম মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। সচিব মহোদয়ের সাথে মত বিনিময় সভায় অংশ নেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নাসরিন সুলতানা, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক এবং শাখাপ্রধানগণ। সভাটি সঞ্চালনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন উপস্থিত বিজ্ঞানীবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণের পরিচিতি পর্ব সমাপ্ত হবার পরে প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গৌতম কুমার দেব ইনস্টিটিউটের পরিচিতি, সক্ষমতা, অবকাঠামোসহ চলমান গবেষণা কার্যক্রমসমূহ এবং বিএলআরআই-এর সাফল্য ও উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিবেশনা উপস্থাপন করেন। সচিব মহোদয় ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন সচিব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী এসময় বলেন, আমাদের নিজস্ব এবং দেশি জাতসমূহের সংরক্ষণ বেশি জরুরি। এরপর এসব জাতের উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং শংকর জাতের উদ্ভাবন করতে হবে যাতে করে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। একই সাথে খামারীর চাহিদা বিশ্লেষণ করে এবং সাধারণ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনায় নিয়ে প্রচলিত জাত সমূহের উন্নয়নে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে রেজাল্ট-ওরিয়েন্টেড এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রকল্প নিতে হবে। প্রকল্পের সময়সীমা এমন লক্ষ্যমাত্রার হতে হবে যাতে করে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সাথে সাথে সেটি মাঠ পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় এসময় তিনি জনগণের কাছে বিএলআরআই-কে আরও বেশি করে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে বিএলআরআই উদ্ভাবিত ও উন্নয়নকৃত জাতসমূহের নামের সাথে বিএলআরআই-এর নাম সংযুক্ত করার ব্যাপারে পরামর্শ দেন। এছাড়াও বিএলআরআই-এর কার্যক্রম ও সাফল্য জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমে প্রচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁর দিক-নির্দেশনায় বিএলআরআই খামারীদের আগ্রহ ও প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে দেশীয় জাতসমূহের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গবেষণায় নিয়োজিত হবে এবং দেশের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে ব্রতী হবে। একই সাথে নিরাপদ মাংস দেশের বাইরে রপ্তানি করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যেও বিএলআরআই কাজ করবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডাঃ মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি আরও বলেন, সচিব মহোদয়ের দিক-নির্দেশনায় দুটি প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। উভয় প্রতিষ্ঠান মিলে গবেষণার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে কাজ করবে এবং খামারীর চাহিদা ও সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে নতুন নতুন উন্নত প্রযুক্তি মাঠে নিয়ে যাওয়া হবে এর আগে বিকাল ০৩.৩০ ঘটিকায় সচিব মহোদয় বিএলআরআই-এ পৌঁছান। এরপর তিনি বিএলআরআই-এর বিভিন্ন গবেষণা খামার ঘুরে দেখেন এবং এসব খামারের পরিচালনা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। এসময় তিনি খামার ব্যবস্থাপনা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। মহাপরিচালক মহোদয় ও উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা এসময় সচিব মহোদয় এবং অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে গবেষণা খামার পরিদর্শন করেন মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠান শেষে ক্রেস্ট দিয়ে সচিব মহোদয়কে ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন।

মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ অনুষ্ঠিত

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে দিনব্যাপী আয়োজনের উদ্বোধন করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। এরপর মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়াও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করে বাদ জোহর ইনস্টিটিউটের কেন্দ্রীয় মসজিদে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় দেশবাসীকে জাতির পিতার আদর্শ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করার মহতি প্রয়াসে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে সুবর্ণজয়ন্তী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, এই দুই মহোৎসবের মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের যে শপথ আমরা আজকে নিলাম তা আমাদের যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। শপথের অঙ্গীকারগুলো আমাদের অনুধাবন করতে হবে এবং নিজেদের ভিতরে ধারণ করতে

হবে। যার যার জায়গা থেকে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ও আদর্শকে ধারণ করে সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে কাজ করে যেতে হবে বিগত ১৬/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে মহান বিজয় দিবস ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন কর্মসূচির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের শপথ পাঠ অনুষ্ঠান শেষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে এ নির্দেশনা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। একই সাথে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতির জন্য ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মুজিববর্ষের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সরাসরি সম্প্রচারকৃত এই অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিএলআরআই-এর বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ। বিএলআরআই-এর আয়োজনে শপথ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নাসরিন সুলতানা, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানসহ ইনস্টিটিউটের সকল স্তরের প্রায় চারশতাধিক বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

বিএলআরআই-এ নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের বরণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএলআরআই)-এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের বরণ ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ২৯/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। ইনস্টিটিউটের চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে বিকাল ৫.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের নবনিযুক্ত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আজহারুল ইসলাম তালুকদার এবং অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নাসরিন সুলতানা, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানসহ সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। এরপর একে এক নবনিযুক্ত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন সম্পর্কে অনুভূতি ব্যক্ত করেন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় বক্তারা তাঁর কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা, সততা, চ্যালেঞ্জ নিতে পারার মানসিকতা, সৌহার্দ্যসহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন এবং নবনিযুক্ত মহাপরিচালকের নিকট নিজেদের প্রত্যাশার কথা তুলে ধরেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ইনস্টিটিউটের মূল কাজ গবেষণা, গবেষণার প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। বিভাগীয় প্রধানগণ বিভাগের ম্যান্ডেট অনুযায়ী বিভাগের বিজ্ঞানীদের নিয়ে কাজ করবেন। সাধারণ মানুষের জন্য এবং প্রাণিসম্পদনির্ভর শিল্পের জন্য লাভজনক এমন সব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। প্রযুক্তি নিয়মিত আপডেট করতে হবে। আইনের মধ্যে থেকে, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ করতে হবে। কিছু সহযোগিতা আপনাদের করতে হবে, কিছু সহযোগিতা আমি করবো, সবার সম্মিলিত প্রয়াস থাকতে হবে। তাহলেই কেবল বিএলআরআইকে সত্যিকারের সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা যাবে তাঁর বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, জোর করে বা চাপিয়ে দেয়া কাজ ভালো হয় না, কাজের প্রতি আন্তরিকতা থাকতে হয়। মন থেকে কাজ না করলে উন্নতি সম্ভব না। ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আমাকে কতটা ভালোবাসেন তা আমি ইতোমধ্যেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। কাজের প্রতি সন্তুষ্টি বজায় রাখার প্রয়াসে এসময় তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রত্যাশা পূরণে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন বলেও আশ্বাস প্রদান করেন।

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে বিএলআরআই মহাপরিচালক-এর শ্রদ্ধা নিবেদন

ঢাকার ধানমন্ডি ৩২-এ অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘরে স্থাপিত জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইনস্টিটিউটে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন এবং ইনস্টিটিউটের অন্যান্য বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ গত ০৪/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। পুষ্পস্তবক অর্পণের পরে জাতির পিতা এবং তাঁর পরিবারের শহীদ সকল সদস্যের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এসময় মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই-এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড.

নাসরিন সুলতানা, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানসহ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ পুষ্পস্তবক অর্পণের পর মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক। আজ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করছি, যার কৃতিত্ব অবশ্যই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। তিনি না থাকলে আজ আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেতাম না। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির গর্ব, বাঙালির অহংকার। বিজয়ের মাসে দাঁড়িয়ে তাই আমি কৃতজ্ঞচিত্তে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সকল শহীদদের স্মরণ করছি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করতে হবে, নিজের অবস্থান থেকে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়তে হলে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে ভূমিকা রাখতে হবে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর ঘুরে দেখেন এবং বঙ্গবন্ধুর স্মৃতিবিজরিত বিভিন্ন স্মারক পরিদর্শন করেন। এসময় জাদুঘরে সংরক্ষিত পরিদর্শন বইতেও তিনি বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং তাতে স্বাক্ষর করেন।

বিএলআরআই-এ বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ-২০২১ উদযাপিত

নানা আয়োজনে রাজধানী ঢাকার অদূরে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ উদযাপিত হয়েছে বিশ্ব অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সচেতনতা সপ্তাহ-২০২১ ।বিগত ২৩/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সপ্তাহটি উদযাপিত হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষণা অনুসারে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে সপ্তাহটি "হোক সচেতনতার বিস্তার, চাই এন্টিবায়োটিক রেজিসট্যান্স থেকে নিস্তার (স্প্রেড অ্যাওয়ারনেস, স্টপ রেজিসট্যান্স)" প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিসট্যান্স অ্যাকশন সেন্টার, বিএলআরআই-এর আয়োজনে প্রথমবারের মত বিএলআরআই সপ্তাহটি উদযাপন করেছে। অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকসমূহের বিষয়ে জন সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে এন্টিবায়োটিকের অকার্যকরিতা প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে সপ্তাহটি পালন করেছে বিএলআরআই।

সকালে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্যে দিয়ে শুরু হয় দিনের আয়োজন। র‍্যালিটি বিএলআরআই-এর প্রশাসনিক ভবনের নিচ থেকে শুরু হয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক হয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক পর্যন্ত ঘুরে পুনরায় বিএলআরআই-এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। বিএলআরআই-এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব আজহারুল আমিন-এর নেতৃত্বে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের শতাধিক বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা এই র‍্যালিতে যোগ দেন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সিডিসি (সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল)-এর বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. সুসান নিলি কায়দোস-ডানিয়েলস র‍্যালি শেষে বিএলআরআই-এর প্রশাসনিক ভবনের সম্মেলন কক্ষে একটি মুক্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তারা এই ধরনের আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়ে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার রোধ এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিসট্যান্সের উপরে জন সাধারণকে সচেতন করে তোলার আহ্বান জানান। এসময় তারা অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারমুক্ত নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য এবং প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনের বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেন বিএলআরআই-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগের প্রধান ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ এসময় বলেন, আমরা সকলেই জানি অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ব্যবহার আমাদের জন্য কতটা ক্ষতির কারণ হতে পারে, তবুও আমরা ডাক্তারের কোন ধরনের পরামর্শ ছাড়াই নিজে নিজে অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করছি। এতে করে একদিকে যেমন আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মুখে ফেলছি, তেমনিভাবে দেশের জন্য, জাতির জন্যও হুমকির সৃষ্টি করছি।

সিডিসি-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. সুসান নিলি কায়দোস-ডানিয়েলস এসময় বলেন, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিসট্যান্স আমাদের জন্য কতটা ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে সেই সংক্রান্ত পূর্বানুমানগুলো ভয়াবহ। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে আমাদের সাময়িক উপশম হচ্ছে, কিন্তু নিয়ম না মেনে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে তা আমাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে। নিয়ম না মেনে ইচ্ছা মত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের যে প্রবণতা আমাদের মাঝে রয়েছে, তা বন্ধ না করতে পারলে অচিরেই আর অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করবে না বিএলআরআই-এর অতিরিক্ত পরিচালক আজহারুল আমিন বলেন, অজ্ঞানতা অভিশাপ, জ্ঞান সেই অভিশাপ জয় করার লড়াইয়ের অস্ত্র। যথেচ্ছ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকসমূহ আমাদের জানতে হবে, সাধারণ জনগনকে জানাতে হবে। প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ অ্যান্টিবায়োটিকের ভুল ব্যবহারের কারণে মারা যাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়াসহ অন্যান্য জীবাণু যদি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিসট্যান্স হয়ে যায়, তবে অচিরেই মানব জাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও আজকাল নিজে নিজে ডাক্তার হয়ে ওঠার একটি প্রবণতা লক্ষ্যণীয়, যা মারাত্মক বিপদজনক। এই সকল প্রবণতা বন্ধ করতে হবে, তা না হলে কোন চিকিৎসাতেই আর কোন কাজ হবে না।

গুণীজন সম্মাননা

"আমার জন্য অতি প্রিয় একটি ইনস্টিটিউট বিএলআরআই। এই জাতীয় ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার সুযোগ পাওয়ায় আমরা সবাই গর্বিত। আমার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী এই ইনস্টিটিউটে সেবা করে আসছেন। আমি তাদের জন্য এবং এই ইনস্টিটিউটের জন্য গর্বিত।"

বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ক্ষেত্রের প্রবাদপ্রতিম অগ্রপুরুষ এমেরিটাস বিজ্ঞানী ও বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচারের সভাপতি ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা গত ১৬/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত একটি প্রকল্পের এওয়ারনেস ওয়ার্কশপ ও দলবদ্ধ আলোচনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির লিখিত বক্তব্যে কথাগুলো বলেন অসুস্থতার কারণে তিনি সশরীরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারায় ব্যক্তিগত সহকারী মারফত বক্তব্যটি প্রেরণ করেন। বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারায় তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিএলআরআই পরিদর্শনে আসার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁর পক্ষ থেকে বক্তব্যটি পাঠ করেন বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচারের সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ মৎস্য

গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ড. এম আবদুল মাজিদ। স্বাগত বক্তব্য প্রদানের পাশাপাশি তিনি অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনাও করেন।
বক্তব্য পাঠের পরে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতে অসামান্য অবদান রাখায় বিএলআরআই-এর পক্ষ থেকে ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা-কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। ড. বদরুদ্দোজার পক্ষে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচারের সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সাবেক মহাপরিচালক ড. মো. আনোয়ারুল কাদের শেখ।
এরপর প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচারের ফেলো এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের সাবেক পরিচালক ড. আবুল কালাম আজাদ। তিনি এই প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এসময় তিনি তাঁর উপস্থাপনায় প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা, প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কর্মদায়িত্ব. প্রকল্পের মডিউল, প্রকল্প গাইডলাইন ইত্যাদি তুলে ধরেন।
বিপণনমুখী এবং শিল্পবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের গুরুত্ব তুলে ধরে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির সহ-সভাপতি ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর সাবেক মহাপরিচালক ড. মোঃ আনোয়ারুল কাদের শেখ তিনি বলেন, প্রকল্পে গবেষণার চেয়ে সম্প্রসারণের কাজ বেশি হলেও শিল্পমুখী গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। ইন্ডাস্ট্রির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে কাজ শুরু করতে হবে। সে ধরনের প্রকল্প নিতে হবে, গবেষণায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। ডেভেলপমেন্ট অব লাইভস্টক ইন্ডাস্ট্রি ডিভিশন গড়ে তুলতে হবে। এজন্য বিএলআরআই এগিয়ে আসতে পারে। এই বিভাগে ম্যানেজমেন্ট ও ইকোনমিকসের দক্ষ লোক রাখতে হবে। তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্প্রসারণ কর্মীদের জন্য বিবিধ বিষয়ের উপর বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।
কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (কেজিএফ)-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন পরিচালক এবং বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ড. নাথু রাম সরকার তিনি পূর্ববর্তী বক্তার বক্তব্য সমর্থন করে নতুন বিভাগ প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তার বক্তব্যে বলেন খামারী থেকে শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি খামারী যেন শিল্প উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। মাঠপর্যায়ের খামারীদের কাজে লাগবে এমন ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করতে হবে। সব প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিতভাবে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে হবে বাংলাদেশের কৃষিতে কেজিএফ-এর ভূমিকা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, কেজিএফ সব সময় দেশের উন্নয়নের, কৃষির উন্নয়নে গবেষণামুখী কাজ করতে বদ্ধ পরিকর। এই প্রকল্প খামারীদের জন্য সুফল বয়ে আনবে। সম্পদের সর্বোচ্চ সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করতে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। তিনি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে বিএলআরআই প্রতিষ্ঠায় ড. কাজী এম বদরুদ্দোজার ভূমিকা স্মরণ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন এবং তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

বিএলআরআই'তে শেখ রাসেল দিবস উদযাপিত

"শেখ রাসেল দীপ্ত জয়োল্লাস, অদম্য আত্মবিশ্বাস" প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এ পালিত হয়েছে শেখ রাসেল দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র এবং প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শহীদ শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষ্যে এবারই প্রথম জাতীয় দিবস হিসেবে দেশজুড়ে পালিত হচ্ছে দিবসটি সকাল সাড়ে ৯.৩০ ঘটিকায় বিএলআরআই-এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে অস্থায়ী বেদিতে স্থাপিত শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসটি উদযাপনের কার্যক্রম শুরু হয়। ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল মহোদয়ের নেতৃত্বে বিএলআরআই-এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এসময় শেখ রাসেলের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এরপর সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বিএলআরআই-এর চতুর্থ তলার সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত হয় আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মহাপরিচালক বলেন, শেখ রাসেলের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই ছিলো নেতৃত্ব প্রদানের অসাধারণ গুণ। তিনি বেঁচে থাকলে তাঁর সেই গুণাবলী আরও বিকশিত হতো এবং দেশ একজন শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ নেতা পেত। তিনি এসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে শেখ রাসেলের হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের কথাও স্মরণ করেন একই সাথে তিনি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, বাঙালি হিসেবে সব সময় আমাদের সবাইকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধারণ করতে হবে, যার যার জায়গা থেকে দেশের উন্নয়নের জন্য নিজ নিজ ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে পালন করে যেতে হবে। নিজেদের মধ্যে সামষ্টিক ঐক্য ধরে রেখে আমাদের নেতিবাচক প্রতিযোগিতার প্রবণতা পরিহার করতে হবে। কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, মানবতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে, মানবিকভাবে আমাদের উন্নত হতে হবে। তাহলেই জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিএলআরআই নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ পূরণে জাতির জন্য ভূমিকা রাখতে পারবে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী, কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীগণ। এসময় বক্তারা তাদের বক্তব্যে শেখ রাসেলের জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ তুলে ধরার সাথে সাথে বর্তমান সময়ে শেখ রাসেল দিবস আয়োজনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। শেখ রাসেলসহ জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যার ঘটনা স্মরণ করে এসময় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর আত্মঘী-কৃত খুনিদের বিচারের রায় কার্যকর করার পাশাপাশি প্রতিহিংসার ঘৃণ্য রাজনীতি পরিহার করার আহ্বান জানান একই সাথে বক্তারা বঙ্গবন্ধু পরিবারের নিহত সকল সদস্যের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং জীবিত সদস্যদের দীর্ঘায়ু কামনা করেন। বক্তারা এসময় সকল শিশুর জন্য নিরাপদ ভবিষ্যত নিশ্চিত করার দাবি করেন এবং সকল সুবিধা বঞ্চিত শিশুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দায়িত্বশীলদের অনুরোধ জানান। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে জাতির পিতার পরিবারের সকল সদস্যের এবং সকল শহীদের স্মরণে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিএলআরআই-এ বিদায় সংবর্ধনা ও দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠিত

ষড়ঋতুর পালাবদলে প্রকৃতিতে যখন শীতের রক্ষতার আগমণী বার্তা, তেমনি এক সময়ে দীর্ঘ ও সাফল্যমণ্ডিত বর্ণাঢ্য কর্মজীবন অতিবাহিত করে

অবসরে গেলেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল গত ২১/১১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় বিএলআরআই-এর মহাপরিচালকের বিদায়ী সংবর্ধনা। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই-এর নবনিযুক্ত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই-এর বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধানসহ সকল স্তরের বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকায় পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও পবিত্র গীতা পাঠের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় বিদায়ী অনুষ্ঠান। এরপর একে একে বিদায়ী মহাপরিচালকের উদ্দেশ্যে স্মৃতিচারণ করেন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীবৃন্দ। এ সময় বক্তারা তাঁর কর্মকুশলতা, আন্তরিকতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন দক্ষতা, উদ্ভাবনী কৃতিত্ব, ক্ষমাশীলতাসহ ব্যক্তিগত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা নানাভাবে তুলে ধরেন। একই সাথে বক্তারা বিদায়ী মহাপরিচালক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতি শুভকামনা ব্যক্ত করেন এবং তাঁদের সুস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেন। একই সাথে উক্ত অনুষ্ঠানে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরষ্কার বিজয়ীদের হাতে তাঁদের পুরস্কারের চেক তুলে দেন বিদায়ী মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল।

বিদায়ী মহাপরিচালকের সাথে তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ করে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজকের এই আয়োজনের অতিথি, ইনস্টিটিউটের বিদায়ী মহাপরিচালক একজন সদালাপী মানুষ। তাঁর সাথে ইনস্টিটিউটের সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীর যে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তা সত্যি বিরল। একই সাথে তিনি ছিলেন একজন বন্ধু ও অভিভাবক। কখনো কোন কারণে তিনি বিরক্ত হতেন না, যেকোন সময়ে যেকোন প্রয়োজনে তাঁর সহযোগিতা পাওয়া যেতো।

সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন বলেন, বিদায়ী মহাপরিচালক এমন একজন মানুষ যিনি আন্তরিকতা, সহযোগিতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিয়ে কাজ করে গেছেন। তাঁর সহযোগিতামূলক মনোভাবের কাছে তিনি সকলের কাছেই ছিলেন সমাদৃত। সকল সময়েই তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে মিল ছিলো। তিনি একই সাথে একজন যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করে দিয়ে গেছেন এবং তাঁর হাতেই কর্মভার অর্পণ করে গেলেন অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নুবনিযুক্ত মহাপরিচালক মহোদয়কে ফুল ও উত্তরীয় প্রদান করে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেন বিদায়ী মহাপরিচালক মহোদয়। একই সাথে বিদায়ী মহাপরিচালক মহোদয়কে ফুল ও উত্তরীয় পরিয়ে দেন নবনিযুক্ত মহাপরিচালক। একই সাথে তিনি বিদায়ী মহাপরিচালকের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক এবং বিদায়ী উপহার তুলে দেন। এসময় বিদায়ী মহাপরিচালক মহোদয়কে বিএলআরআই কর্মচারী কল্যাণ সমিতি এবং (বিএলআরআই অফিসার্স ক্লাবের) পক্ষ থেকেও বিদায়ী শুভেচ্ছা জানানো হয়।

বিদায়ী বক্তব্যে ড. মোঃ আবদুল জলিল বলেন, "বিএলআরআই জীবনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এই ইনস্টিটিউটকে নিজের পরিবারের চেয়েও বেশি ভালোবেসেছি। কখনো নিজের কথা ভেবে কোন কাজ করিনি। সব সময় বিএলআরআই-এর জন্য কাজ করতে চেয়েছি, ইনস্টিটিউটটের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে চেয়েছি, দেশের জন্য কাজ করতে চেয়েছি।"

কর্মজীবনের শুরু থেকে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতা তিনি পেয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং ভবিষ্যতে যেনো দেশের জন্য আরও কিছু করতে পারেন তার জন্য সকলের দোয়া প্রার্থনা করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন বিদায়ের সুর ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত অনুষ্ঠানস্থলে। ধ্বণিত হয়-

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে
সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব'। হায়,
তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

বিএলআরআই-এ ২০২১-২০২২ অর্থবছরের গবেষণা প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন গত ১৩/১১/২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই অর্থবছরের জন্য পাঁচটি গবেষণা ক্ষেত্রে মোট ৭৫ (পচাত্তর) গবেষণা প্রকল্পের প্রস্তাবনা উথাপন করা হয় সকাল ১০.০০ ঘটিকায় প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলার সম্মেলন কক্ষে প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সভা শুরু হয়। সভায় বিশেষজ্ঞ সদস্যগণের সাথে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন সভার শুরুতেই সবাইকে স্বাগত জানান ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা এবং প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সরদার মোহাম্মদ আমানুল্লাহ। এসময় তিনি এই অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পসমূহের শ্রেণিভিত্তিক পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেন উক্ত সভায় সভাপতিত্বে করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল জলিল। এসময় তিনি সকলকে সভায় উপস্থিত হবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং প্রকল্প সমূহ মূল্যায়নের বিষয়ে কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়ার জন্য বিশেষজ্ঞদের প্রতি অনুরোধ জানান এরপর বিশেষজ্ঞ সদস্যরা একে একে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করেন এবং গবেষকদের প্রতি বিভিন্ন দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রধান করেন। এসময় আউটপুট-আউটকাম-ইমপ্যাক্ট বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা, সুষ্ঠুভাবে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইনস্টিটিউশনাল ও ইনডিভিজুয়াল রিসার্চ ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা, খামারীদের চাহিদা মাথায় নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করা, রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনের জন্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করা, গবেষকদের জন্য পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করেন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য বায়োটেকনোলজি, অ্যানিমেল প্রোডাক্ট প্রোসেসিং এন্ড ভ্যালু অ্যাডিশন, এনভায়রনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স এবং ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রে ১৪টি প্রকল্প; অ্যানিমেল এন্ড পোল্ট্রি ব্রিডিং এন্ড জেনেটিকস বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রে ২৩টি প্রকল্প; ফিডস, ফডার এন্ড নিউট্রিশন বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রে ১৭টি প্রকল্প; অ্যানিমেল এন্ড পোল্ট্রি ডিজিজ এন্ড হেলথ, ভ্যাকসিন, বায়োলজিকস এন্ড কিটস/টুলস বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রে ১৩টি প্রকল্প এবং সোশিও-ইকোনোমিকস এন্ড ফার্মিং সিস্টেম বিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্রে ৮টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়।

গবেষণা ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে প্রকল্প মূল্যায়ন কার্যক্রমে অংশ নেন ড. তালুকদার নুরুন্নাহার, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বিএলআরআই; প্রফেসর ড. ইয়াহিয়া খন্দকার, পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; প্রফেসর ড. ফজলুল হক ভূঁইয়া, পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; ড. কাজী ইমদাদুল হক, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বিএলআরআই; প্রফেসর ড. মোঃ আলী আকবর, প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; ড. শরীফ আহম্মেদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ; প্রফেসর ড. সুবাশ চন্দ্র দাস, পোল্ট্রি বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (পিআরএল), বিএলআরআই; প্রফেসর ড.

মোঃ বাহানুর রহমান, মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; ড. জাহাঙ্গীর আলম খান, প্রাক্তন মহাপরিচালক, বিএলআরআই; ড. মোঃ মোশাররফ উদ্দিন মোল্লা, সদস্য পরিচালক, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং ড. মোঃ আব্দুর রশীদ, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

বিএলআরআই এর অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয়ের আঞ্চলিক কেন্দ্র পরিদর্শন

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর অতিরিক্ত পরিচালক জনাব আজহারুল আমিন বিগত ০৫/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র গোদাগাড়ী, রাজশাহী পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন প্রাণীর শেড, জার্মপ্লাজম সরেজমিন পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। আঞ্চলিক কেন্দ্রের স্টেশন ইন চার্জ এবং ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আব্দুর রশিদ অতিরিক্ত পরিচালক মহোদয়কে বিভিন্ন বিষয় অবহিত করেন।

বিএলআরআই-এর প্রশাসনিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

গত ০৬/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)-এর প্রশাসনিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন। সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবনের দ্বিতীয় তলার সম্মেলন কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আজহারুল আমিন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নাসরিন সুলতানা, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, প্রকল্প পরিচালক, শাখা প্রধান এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাইট ইনচার্জগণ সভায় বিগত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয় এবং সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ বাস্তবায়ন অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য উপস্থাপন করেন উপস্থিত কর্মকর্তাগণ এসময় ইনস্টিটিউটে বর্তমানে বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়েও নিজ নিজ পর্যবেক্ষণ ও মতামত ব্যক্ত করেন। মহাপরিচালক মহোদয় সুষ্ঠুভাবে প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে এবং বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে তাঁর দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য তুলে ধরেন।

বিজ্ঞানভিত্তিক মহিষ পালন ও খামারী প্রশিক্ষণ

সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলায় "বিজ্ঞানভিত্তিক মহিষ পালন ও খামার ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক তিন দিনব্যাপী খামারী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে বিগত ২৩/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বাস্তবায়নে ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়, ফেঞ্চুগঞ্জের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদের হল রুমে মহিষ গবেষনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের সুফলভোগী ৫০ জন মহিষ খামারীদের নিয়ে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন সিলেট বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পরিচালক ড. অমলেন্দু ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ রুস্তম আলী, প্রকল্প পরিচালক ও বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. গৌতম কুমার দেব, ফেঞ্চুগঞ্জের উপজেলা চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নুরুল ইসলাম এবং ফেঞ্চুগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাখী আহমেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রাণিস্পদ কর্মকর্তা এ. কে. এম মিজানুর রহমান। তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার কোর্স কো- অর্ডিনেটরের দায়িত্ব পালন করেন মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মোঃ কামরুল হাসান মজুমদার।

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক খামারী প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর আঞ্চলিক কেন্দ্র নাইক্ষ্যংছড়ি , বান্দরবানে "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে তিন দিন ব্যাপী (০৩-০৫ ডিসেম্বর ২০২১) "ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা"

শীর্ষক খামারী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনকারী ৩০ জন খামারী যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে ছাগলের খাদ্য, পুষ্টি, প্রজনন, বাসস্থান, প্রাথমিক চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়সহ বিএলআরআই উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইন্সটিটিউট এর বিষয় সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক ড. ছাদেক আহমেদ। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেইরি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ সোহেল রানা সিদ্দিকী এবং জাতীয় জীব প্রযুক্তি গবেষণা ইনস্টিটিউটের এনিম্যাল বায়োটেকনোলজি বিভাগের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোঃ আব্দুল আলীম। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান এর ইনচার্জ ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব শামীম হাসান প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্পের তালিকাভুক্ত খামারীদের মধ্য হতে দুজন খামারীকে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের প্রজননক্ষম দুটি পাঁঠা বিতরণ করা হয়। সরবরাহকৃত এই পাঁঠা গুলো মাঠে পাঁঠার স্বল্পতা বা অপ্রাপ্যতা লাঘব করে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগল সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বিএলআরআই এ গবেষণা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এর বিজ্ঞানীদের গবেষণা দক্ষতা উন্নয়নে ০৫ দিন ব্যাপী "Biological Data Analysis Using Microsoft Excel and SPSS software" শীর্ষক প্রশিক্ষণ বিগত ১১-১৫ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে ইনস্টিটিউটের ট্রেনিং ডরমেটরীতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন পর্যায়ের ২২ জন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন।
প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে জনাব মোঃ তৌফিকুল আরিফ, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণের সাথে মতবিনিময় ও গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএলআরআই এর সম্মানিত মহাপরিচালক ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালক ড. ছাদেক আহমেদ প্রশিক্ষণে গবেষণা পরিচালনা, ডাটা সংগ্রহ, ডাটা ব্যবস্থাপনা ও গবেষণার ফলাফল তৈরিতে ডাটা এনালাসিস বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণটি বিজ্ঞানীদের গবেষণা সক্ষমতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানীগণ মতামত ব্যক্ত করেন এবং এ ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক খামারী প্রশিক্ষণ

"ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে পাড়াগাঁও, হবিরবাড়ী, ভালুকা, ময়মনসিংহে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক খামারী প্রশিক্ষণে গত ১০/১০/২০২১ খ্রি. তারিখে সম্মানিত প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা: সুশান্ত কুমার হালদার, পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ময়মনসিংহ,ডা: মোঃ ওহিদুল আলম হুমায়ুন, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ, ডা: মোঃ মতিউর রহমান, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ভালুকা, ময়মনসিংহ, জনাব মোহাম্মদ আবু হেমায়েত, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ,বিএলআরআই উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কোর্স কো-অর্ডিনেটর এর দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান পাশা, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ছাগল ও ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ, বিএলআরআই। এসময় সম্মানিত প্রশিক্ষকগণ বিভিন্ন পর্যায়ের ছাগল খামারিদের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গুরুত্বপূর্ণ রোগবালাই দমন, খাদ্য এবং বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন।

উপদেষ্টা
ড. এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন
মহাপরিচালক
সম্পাদনা পরিষদ
ড. ছাদেক আহমেদ
মোঃ আল-মামুন
দেবজ্যোতি ঘোষ
মোঃ জাহিদুল ইসলাম